তাজপুর বন্দর নিয়ে চুক্তি শীঘ্রই

নিজস্ব সংবাদদাতা

শুরুতে কিছু প্রশ্ন থাকলেও তাজপুরের গভীর সমুদ্রবন্দর নিয়ে আশা ক্রমশ বাড়ছে প্রশাসনের অন্দরে। সূত্রের খবর, শীঘ্রই আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে এ নিয়ে চুক্তি করবে রাজ্য সরকার। তার পরেই পরিকাঠামো-সহ বন্দরের মূল কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করছেন প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা। তবে চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে পরিকাঠামো গঠনের বিষয়ে। কারণ, একদিকে হলদিয়া, অন্যদিকে আদানিদেরই ধামড়া বন্দর রয়েছে। এই দু'য়ের মধ্যে অবস্থিত তাজপুরকে লাভজনক করে তুলতে গেলে পরিকাঠামোর বিশেষ উন্নয়ন প্রয়োজন বলেই মনে করেন বন্দর বিশেষজ্ঞদের অনেকে।

টেন্ডার-প্রক্রিয়ায় তাজপুর বন্দর গড়ার ক্ষেত্রে রাজ্য বেছে নিয়েছে আদানিদেরই। রাজ্য মন্ত্রিসভা তাদের লেটার অব ইনটেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্মতি দিয়েছিল। গত ১২ অক্টোবর সরকারি বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীর অন্যতম কর্ণধার করণ আদানির হাতে তা তুলেও দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, নিয়ম অনুযায়ী, সেই প্রক্রিয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে আদানি গোষ্ঠী রাজ্যকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মতিও (অ্যাকসেপটেন্স) জানিয়েছে। এ বার বাকি রয়েছে চুক্তি সম্পাদনের কাজ। তা হয়ে গেলেই পরিকাঠামো-সহ বন্দর গড়ার ব্যাপারে সমীক্ষা করা হবে। সমান্তরালে প্রকল্পের জন্য চাওয়া হবে পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্র।

প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা বলেন, "প্রকল্পকে ঘিরে সরাসরি প্রায় ২৫ হাজার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। পরোক্ষ ভাবে কর্মসংস্থান হতে পারে এক লক্ষ।" তবে প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, চুক্তি সম্পাদনের পরেই পুরো চিত্রটা স্পষ্ট হবে। এমন হতে পারে, বন্দর নির্মাণ, তা পরিচালনা এবং পরে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব থাকতে পারে আদানি গোষ্ঠীর উপরে। বন্দর পরিচালনার সময় লাভের অংশীদারিত্বও রাজ্যকে দিতে পারে তারা। তাজপুরের কাছেই কলকাতা ও হলদিয়া নদী বন্দর এবং ওড়িশার ধামড়া সমুদ্রবন্দর থাকায় পরিকাঠামোয় বাড়তি নজর দিতে হচ্ছে রাজ্যকে। প্রশাসনিক সূত্রের বক্তব্য, স্থলভাগের কাছাকাছি সমুদ্র-এলাকায় ৭-৮ মিটার নাব্যতা থাকার কথা। তার একটু দূরত্বে নাব্যতা হবে ১২.১ মিটার। জোয়ারের কারণে অতিরিক্ত আরও ৩.১ মিটার গভীরতা পাওয়া সম্ভব। তবে বন্দরের জন্য স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের ভিতর পর্যন্ত প্রায় ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি চ্যানেল তৈরি করতে হবে। তাতে সাধারণ ভাবে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন ভার বহনে সক্ষম জাহাজ বন্দরে আনা সম্ভব। বন্দর-বিশেষজ্ঞদের অনেকেই জানাচ্ছেন, কন্টেনারে আনা হয় না এমন ধরনের 'বাল্ক-কার্গো' (মূলত কয়লা, আকরিক, ফ্লাই অ্যাশ, ভারী যন্ত্রপাতি) নিয়ে ধামড়া বন্দরে কাজ করে আদানি গোষ্ঠী। তাজপুর বন্দরের ক্ষেত্রে হয়ত আরও বেশি কাজ সম্ভব হবে। প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, "ওড়িশার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাজারের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফলে তাজপুরের সম্ভাবনা যথেষ্ট।"

প্রসঙ্গত, গ্রিনফিল্ড প্রযুক্তিতে বন্দরটি তৈরিতে ১৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়াও পরিকাঠামো তৈরিতে বিনিয়োগ হবে আরও প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। পরিকাঠামো তৈরির কাজ কী ভাবে হবে, তা সমীক্ষার পরে চূড়ান্ত হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের বক্তব্য। তবে সড়ক এবং রেল যোগাযোগের উপর বন্দরের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করছে। প্রশাসনিক কর্তাদের অনেকেই জানাচ্ছেন, ইতিমধ্যে বন্দরের সঙ্গে সুগম যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি পরিকল্পনা চলছে।

■ চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন ৫৯৭ তম দিনে পড়ল মঙ্গলবার। গান্ধী-মূর্তির নীচে চলছে অবস্থান। ছবি: স্বাতী চক্রবর্তী

টাকা তুললে 'টিপে মারা'র মদন-দাওয়াই

নিজস্ব সংবাদদাতা

চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে যারা টাকা তুলছে, তাদের 'ছারপোকার মতো টিপে মারা'র দাওয়াই দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক মদন মিত্র। সরাসরি কোনও দলের নাম না করলেও তাঁর মন্তব্যে তৃণমূলের দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক শিবির।

কামারহাটির বিধায়ক মদন মঙ্গলবার এলাকার একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "চিটিংবাজ, ফেরেববাজে চার পাশ ভরে গিয়েছে! চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলছে। এই সব চিটিংবাজদের পেলে ছারপোকার মতো টিপে মারুন! জমি, মায়ের গয়না বা রক্ত বিক্রির টাকা যারা চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তুলে নিয়ে যায়, তাদের কোনও ক্ষমা নেই!" তাঁর আরও সংযোজন, "একটা টেট কী দেখছেন! পার্থের (প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়) বেলায় তো দল ব্যবস্থা নিয়েছে। আরও কত লোক চার পাশে কত টাকা তুলে বেড়াচ্ছে।"

রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ অবশ্য বলেছেন, "ওঁর কাছে এই রকম কোনও খবর থাকলে বাইরে না বলে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানান। দলই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এ ভাবে বললে জনসমক্ষে দলের অস্বস্তি হয়।" তৃণমূল বিধায়কের প্রতি রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, "উনি গান-নাচ নিয়ে রসে-বশে থাকলেই পারেন! এ সব কী বলছেন? তৃণমূলের সতীর্থদেরই তো তা হলে গলা টিপে মারতে হবে।"

শান্তি-দৌত্যের 'টোপে' সংগঠনের চেষ্টা জীবনের

কৌশিক চৌধুরী

শিলিগুড়ি: সরকারি শান্তি চুক্তির আলোচনায় প্রতিনিধি করার 'টোপ' দিয়ে কেএলও প্রধান জীবন সিংহ সংগঠনের প্রাক্তন সদস্যদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন বলে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা।

অক্টোবরের শেষে, শিলিগুড়ির খড়িবাড়ি এলাকা থেকে প্রাক্তন কেএলও মালখান সিংহকে এসটিএফ গ্রেফতার করে। তাঁকে জেরা করে জীবনের এই 'টোপে'র কথা জানতে পেরেছেন এসটিএফ ও রাজ্যের গোয়েন্দারা। পুলিশ সূত্রের খবর, দুই দফায় অসমে ডেকে মালখানকে প্রতিনিধি দলে শামিল করার কথা বলা হয়। অসমে শীর্ষ স্তরে সরকারি বৈঠকে জীবনের ধর্মপুত্র দিবাকর দেবরাজ সিংহের সঙ্গেও ছিলেন মালখান। সংগঠনের প্রাক্তনীদের এ ভাবেই একজোট করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে গোয়েন্দাদের দাবি।

রাজ্য পুলিশ গোয়েন্দা শাখার এক শীর্ষ কর্তার কথায়, "প্রাক্তনীদের অনেকে সরকারি চাকরি এবং সুযোগ-সুবিধা এখনও নেননি। মালখানের মতো অনেকেই এই তালিকায় রয়েছেন। সংগঠনে এঁরা প্রশিক্ষণের পর যে ক্ষমতা নিয়ে নানা 'অপারেশন' করেছিলেন, তা জীবন ভালই জানেন। তাই এঁদের আবার একজোট করার চেষ্টা চলছে।" ওই গোয়েন্দা-কর্তা জানান, শান্তি চুক্তির আলোচনার প্রতিনিধি করা হবে বলে সবাইকে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাতে অনেকেই সাড়া দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, মালদহ থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার পথে শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির দুলালজোত থেকে মালখানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কেএলও ছাড়ার ঘোষণা করলেও সম্প্রতি মালখান ফের সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছিলেন বলে এসটিএফের অনুমান। কেএলও প্রধান জীবন সিংহের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ রয়েছে বলে এসটিএফের অফিসারেরা জানান। তেমনই, নমনি অসমের পুরনো কেএলওদের সাহায্যে উত্তরবঙ্গের প্রাক্তন কেএলওদের সংগঠিত করার চেষ্টা হচ্ছে।

এসটিএফ আধিকারিকদের দাবি, অসমে কেএলও লিঙ্কম্যান ও সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে মালখানের। জীবনও নিয়মিত অসমের কেএলও সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন বলে খবর এসেছে। সেই সূত্রে চলতি বছরে এসটিএফ মালখান ছাড়া সাত জন কেএলও জঙ্গি সন্দেহভাজন ও লিঙ্কম্যানদের ধরেছে।

গোয়েন্দারা জানান, বছরের প্রথমে শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রীও জীবনের সঙ্গে ফোনে আলোচনা করেন। দেবরাজকে সামনে রেখে তা এগোতে গিয়েও ভেস্তে যায়। আবার আলোচনা হবে বলে এ রাজ্যের প্রাক্তনীদের নতুন করে জড়ো করা হচ্ছে। লোকবল কমে যাওয়াতে পুরনো সদস্য, লিঙ্কম্যানদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন জীবন।

প্রাথমিকে বিএড প্রশিক্ষিতদের নিয়োগ-সংশয়

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রাথমিকে ১১৭৬৫ পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ডিএলএডের সঙ্গে বিএড প্রশিক্ষিত টেট পাশ প্রার্থীদের আবেদনও গ্রহণযোগ্য। এই মর্মে প্রথমে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। মঙ্গলবার পর্ষদ আবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট যদি বিএড প্রশিক্ষিতদের প্রাথমিকে নিয়োগের মান্যতা দেয়, তবেই তাঁরা নিয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবেন।

২০১৮-য় ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন বা এনসিটিইর গাইডলাইনে বলা হয়েছে, ডিএলএড প্রশিক্ষিতদের সঙ্গে বিএড প্রশিক্ষিতরাও প্রাথমিকের নিয়োগে বসতে পারবেন। সেই মতো গত অক্টোবরে পর্ষদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, এ বার ডিএলএড প্রশিক্ষিতদের সঙ্গে বিএডরাও আবেদন করতে পারবেন। ডিএলএড প্রশিক্ষত চাকরিপ্রার্থীদের মতে, এ দিন পর্ষদ যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল, তা আগেই প্রকাশ করা উচিত ছিল। কারণ, এনসিটিইর গাইডলাইনকে চ্যালেঞ্জ করে অনেকদিন আগেই রাজস্থানের চাকরিপ্রার্থীরা হাই কোর্টে যান। পরে সেই মামলা সুপ্রিম কোর্টে যায়। রাজস্থানের পরে উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ডিএলএড প্রশিক্ষিত প্রার্থীরা মামলা করেন। পশ্চিমবঙ্গের এক মামলাকারী পিয়ালী সামন্ত বলেন, "আমরাও প্রাথমিকে নিয়োগে শুধু ডিএলএড প্রশিক্ষিত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে বলে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করি। হাই কোর্ট জানায়, বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত জানাবে।" পিয়ালীর প্রশ্ন, হাই কোর্ট গত ১৭ অক্টোবর জানায় বিএড প্রশিক্ষিতরা প্রাথমিকে বসতে পারবে কি না, তা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। এরপর কেন ২১ অক্টোবর পর্ষদ নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল বিএডরাও আবেদন করতে পারবে? তখন কেন বলা হল না, বিএড প্রশিক্ষিতরা অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না, তা সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন?"

সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি রয়েছে ১৬ নভেম্বর। এ দিকে নতুন নিয়োগে ডিএলএড প্রশিক্ষিতদের সঙ্গে বিএড প্রশিক্ষিতরাও অংশ নিতে পারবেন জানতে পেরে বহু চাকরিপ্রার্থীই প্রাথমিকে নিয়োগে আবেদন করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যদি বিএড প্রশিক্ষিতদের প্রাথমিকের নিয়োগে মান্যতা না দেয়, তা হলে এই চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বসা নিয়ে ফের জটিলতা তৈরি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সংখ্যা কমে যেতে পারে। আন্দোলনরত ২০১৪-র প্রাথমিক টেট প্রার্থীদের অনেকেই বিএড প্রশিক্ষিত। পিয়ালীর দাবি, "নিয়োগের সময় প্রাথমিকে ডিএলএডদের অগ্রাধিকার দিয়ে তারপর বিএডকে দেওয়া হোক। প্রাথমিকের ক্ষেত্রে ডিএলএডের সঙ্গে বিএড প্রশিক্ষিতদের সমতুল করা যায় না।"

নিয়োগের দাবিতে

সহকারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ২০১৬ সালের পরে আর কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি। অথচ কয়েক লক্ষ বিএড প্রশিক্ষিত বিজ্ঞপ্তির আশায় বসে রয়েছেন। দ্রুত বিজ্ঞপ্তির দাবিতে মঙ্গলবার বিকাশভবন অভিযান কর্মসূচি করল ওয়েস্ট বেঙ্গল এসএলএসটি ক্যান্ডিডেট অ্যাসোসিয়েশন।দাবি, শিক্ষকের অভাবের খবর রয়েছে। অথচ নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছে না এসএসসি। *নিজস্ব সংবাদদাতা*

এক নজরে

বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন দু'টি বিভাগ

বারাসতের পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মার্কেটিং' এবং 'লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স' নামে দু'টি নতুন বিভাগের উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহুয়া দাস। নতুন দুই বিভাগের প্রধান অনির্বাণ সরকার ও সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অনেক কম খরচে বারাসত ক্যাম্পাসেই এই দুই বিভাগে পঠনপাঠন হবে। ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ৫০টি আসন এবং লাইব্রেরি বিভাগে ৪০টি আসন থাকছে। ৭ নভেম্বর থেকে পঠনপাঠন শুরু হবে। লাইব্রেরি সায়েন্স-এর এক বছরের কোর্স করতে দিতে হবে কুড়ি হাজার টাকা। দুই বছরের এমবিএ কোর্সের খরচ ৭৫ হাজার টাকা।

সাসপেন্ড দুই

পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব বর্ধমানে সম্প্রতি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন জনের মৃত্যুর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের দুই আধিকারিককে সাসপেন্ড করল। জানা গিয়েছে, ২৮ অক্টোবর পশ্চিম মেদিনীপুরের দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়। সে জন্য বেলদা ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (টেকনিক্যাল) অভিনয় কুমারকে মঙ্গলবার সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেয় সংস্থা। পূর্ব বর্ধমানের দুর্ঘটনায় মেমারি ডিভিশনের জামালপুর কেন্দ্রের স্টেশন ম্যানেজার মৃগাঙ্ক মান্নাকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে।

রক্ষা মিতালীর

অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অবশেষে বাংলাদেশ থেকে ১১৫ জন যাত্রী নিয়ে হলদিবাড়ি স্টেশন হয়ে ভারতে ফিরল মিতালী এক্সপ্রেস। ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার।

■ দিদা ও বোনের সঙ্গে প্রসেনজিৎ। *নিজস্ব চিত্র*

টিউশন ফি বাকি, কৃষ্ণ সেজে রোজগার

সুদীপ ভট্টাচার্য

কৃষ্ণনগর: ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। দিদার ডাকে ঘুম ভেঙে যায় ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র প্রসেনজিৎ দেবনাথের। কাজে বেরতে হবে যে।

এই ক'দিন কিশোরের দারুণ ব্যস্ততা। ঘুম চোখে তাড়াতাড়ি একটা বাজারের থলেয় সব গুছিয়ে নেয় সে। বহুরূপী সাজার জিনিসগুলো গুছিয়ে দিদার সঙ্গে সবে বেরতে যাবে, বিছানা থেকে উঠে বায়না জুড়ে দেয় জয়া। কিশোরের নয় বছরের বোন। তাকেও নিয়ে যেতে হবে। দিদার সঙ্গে দাইহাট স্টেশনের দিকে পা বাড়ায় দুই ভাই-বোন। গন্তব্য কৃষ্ণনগর। দু'মাসের টিউশন ফি বাকি পড়ে আছে। বহুরূপীর সাজে কৃষ্ণ সেজে তাই দিদার সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপে-মণ্ডপে ঘুরছে ওই ছাত্র। যদি কিছু রোজগার হয়! পুজোর সময়ে এমনই ভোরবেলায় উঠতে হয় প্রসেনজিৎকে। সে থাকে বর্ধমানের দাইহাটের ন-পাড়ায়। দিদার বাড়িতে। প্রসেনজিতের মা মারা গিয়েছে ছোটবেলায়। বাবা তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন অন্য কোথাও। ভরসা বলতে দিদা। দিদার বাড়িতে মামা, মামির সঙ্গে বসবাস দুই ভাই-বোনের। অন্য দিন প্রসেনজিৎ দিদার সঙ্গে বহুরূপী সেজে কাজে বেরোলে জয়া থাকে মামির কাছে।

ফি-বছর জগদ্ধাত্রী পুজোয় কৃষ্ণনগর চাষাপাড়ার বুড়িমা তলায় কৃষ্ণ সেজে দাড়িয়ে থাকে প্রসেনজিৎ। দিদাই তাকে সাজিয়ে দেয়। প্রসেনজিতের দিদা রাধারানি রায় চৌধুরী বলেন, "আমাদের মায়ের বাড়ির দিকে সবাই বহুরূপী সাজত। আমিও ছোটবেলায় কৃষ্ণ সেজেছি।" পুজোর সময়টায় বহুরূপী সেজে রোজগার করতে গিয়ে পড়া কামাই হয় প্রসেনজিতের। টিউশন যাওয়া হয় না। তাতে কী! পেট বড় বালাই।

এমনি সময়ে শনি-রবি কৃষ্ণ সেজে আশপাশের গ্রামে ঘোরে প্রসেনজিৎ। সঙ্গে থাকেন রাধারানি। টাকার অভাবে বাকি পড়েছে দুই মাসের টিউশন ফি। কিশোরের দিদা বলেন, "দিদিমণি বড় ভাল। বলেছি জগদ্ধাত্রী পুজোয় ঘুরে এসে যা রোজগার হবে, তা নিয়ে ফি দেব।" কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পুজো বুধবার। তার আগে সোমবার এক বার ঘুরে গিয়েছেন রাধারানি আর কৃষ্ণরূপী কিশোর। সারা দিনে যা রোজগার হয়েছে, তা থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা জ্যামিতি বক্স কিনেছে প্রসেনজিৎ। ফের মঙ্গলবার সকালেও বেরিয়ে পড়েছে দিদা-নাতি। বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে দাইহাট স্টেশন। ট্রেনে চেপে নবদ্বীপ। সেখানে ঘুগনি-রুটি খেয়ে ফাঁকা জায়গায় বসে প্রসেনজিৎকে কৃষ্ণ সাজিয়েছেন রাধারানি। শেষে বাসে করে সোজা কৃষ্ণনগর।

বার্ধক্য ভাতার টাকায় কৃষ্ণের সাজ কলকাতা থেকে কিনে এনেছিলেন রাধারানি। সেই দিয়েই চলছে। ইচ্ছে ছিল, জগদ্ধাত্রী পুজোয় নাতিকে জগদ্ধাত্রী সাজিয়ে বুড়িমা তলায় নিয়ে যাবেন। কিন্তু অত টাকা কোথায়? মঙ্গলবার সকালে বুড়িমা তলার ভিড়ে দাঁড়ানোর জায়গা নেই। এ দিক-সে দিক ঘুরে একটু বেলায় আবার বুড়িমা তলায় ফিরে আসে কৃষ্ণ। মাঝে খাওয়া বলতে কয়েক কাপ চা। সারা দিনে কেউ প্রণাম করে। কেউ সেলফি তোলে। যার ভাল লাগে, সে কিছু অর্থসাহায্য করে।

দিনের শেষে ফাটা পায়ে যখন ফেরার বাস ধরে কৃষ্ণ, তখন তার ছোট্ট দু'পায়ে ধুলোমাখা ব্যথা।

চাষির মৃত্যুতে নজরে আলুর দাম

নিজস্ব সংবাদদাতা

কালনা: এক চাষির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের কালনা ১-এর সুলতানপুর পঞ্চায়েতের গোপালপুরে। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির গোয়াল থেকে সুচাঁদ মণ্ডল (৫২) নামে ওই ব্যক্তির দেহ মেলে। পরিবারের দাবি, সম্প্রতি হিমঘরে মজুত রাখা আলুর দর নামতে থাকায় চিন্তায় পড়েছিলেন ওই চাষি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় সাড়ে চার বিঘা জমিতে আলুর চাষ করেছিলেন ওই চাষি। গত বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে আলু বীজ প্রথমে জমিতে পচে যায়। দ্বিতীয় বার আলু লাগানোয় চাষের খরচ বাড়ে। ফলনও কমে। তা সত্ত্বেও লাভের আশায় কয়েক বস্তা আলু মজুত করেছিলেন তিনি। পরিবারের দাবি, ওই আলু বিক্রি করে সার কেনা-সহ চাষের খরচ মেটানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁর।

মৃত চাষির ভাই গৌতম মণ্ডলের দাবি, "মজুত আলুর দর কমে যাওয়ার কারণে দাদা চিন্তাগ্রস্ত ছিল।" স্থানীয় বাসিন্দা স্বরূপ সরকারও বলেন, "হিমঘরে মজুত আলু বিক্রি করে এ বারের আলু চাষের পরিকল্পনা ছিল। মজুত আলুর বন্ডের দাম অর্ধেক হয়ে যাওয়ায় মুশকিলে পড়েন ওই চাষি।"

সুলতানপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রেফাতুল্লা মোল্লার যদিও দাবি, "এ বার শুরুতেই আলু চাষিরা দাম পেয়েছেন। ওই চাষির কাছে ১৪৫ বস্তা আলু-বন্ড ছিল বলে জানতে পেরেছি। মৃত্যুর কারণ বন্ডের দাম নয়। আগেও দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।"

NOTICE INVITING TENDER
THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA (ICAI)
Head Office: 'ICAI Bhawan', Indraprastha Marg, New Delhi – 110002
Regional Office: ICAI Bhawan, 382/A, Prantik Pally, Rajdanga, Kasba, Kolkata – 107, (Near Acropolis Mall/ Beside Garden High School)
ICAI invites bids, in prescribed format, from experienced and reputed **Architectural firms/ Architects** for Appointment of Architect for providing comprehensive Architectural and PMC services for its proposed Institutional Building **having Approx 27,000 sq.ft. Built-up Area, G+7 stories at Plot No. I-3/1B in Block Hatisur, Kasba, J. L. No. 13, P.S. Kasba, Dist. 24 Parganas (South), Kolkata-700107.**
The last date of receipt of duly filled in bids is **23rd November, 2022, upto 5:30 P.M.** The detailed terms and conditions/ Tender are available at ICAI's website **www.icai.org** & **www.eirc-icai.org.**
Secretary, ICAI

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ০৫এইচডব্লএইচকন॥অফ২০২২-২৩ (টেন্ডার নং ০৫এইচডব্লএইচকন॥অফ ২০২২-২৩) ফর ই-টেন্ডারিং, তারিখ ২৮.১০.২০২২। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার /কন/II, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকলঘাট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য যথাযথ এবং প্রয়োজনীয় উৎস, আর্থিক সঙ্গতি, পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম :** ব্যান্ডেল-বৈঁচি ৩য় লাইন চালুকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যান্ডেল (সহ) থেকে মগরা (সহ) পর্যন্ত পুরনো আরআরআই ভবন সহ বিভিন্ন কাঠামো ভেঙে ফেলা এবং বিভিন্ন স্টোর্স ইত্যাদি সহ প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট কাঠামোর পুনর্নির্মাণের মতো বিবিধ কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৫,৯৫,৮৫,৯০১.৩৩ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৪,৪৭,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৬ মাস। **খোলার তারিখ :** ১৮.১১.২০২২। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নথিপত্র এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতামান সহ সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয়। এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে সরাসরি বাতিল করা হবে।
(CON-70/2022-23)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

এক স্টেশন এক পণ্য প্রকল্প
আবেদন আহ্বান
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ দেশজ পণ্য নিয়ে কাজ করেন এমন ব্যক্তিবিশেষ, সেলফ্ হেল্প গ্রুপস্ (এসএইচজি), সমাজের প্রান্তিক অথবা দুর্বল শ্রেণী প্রভৃতির থেকে শিয়ালদহ ডিভিসনের **২২টি স্টেশনে এক স্টেশন এক পণ্য প্রকল্পে** অংশগ্রহণের জন্য সিল করা প্যাকেটে (সিঙ্গল) এবং নির্ধারিত বয়ানে এতদ্বারা আবেদন আহ্বান করছেন। **প্রকল্পের মুখ্য বৈশিষ্ট্যঃ প্রকল্পের সময়সীমাঃ ১০.১১.২০২২–২৪.১১.২০২২। টোকেন রেজিস্ট্রেশন ফিঃ** ১৫ দিনের জন্য বরাদ্দ সময়সীমার জন্য জিএসটি সহ ১০০০ টাকা। **পরিকাঠামোঃ (১)** স্টল/আউটলেটের ব্যবস্থা রেলওয়ে করবে **(২)** প্রকৃত খরচ অনুযায়ী প্রাপক বিদ্যুতের শুল্ক দেবেন। **উপরোক্ত প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতামান এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রঃ (১)** ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডিক্রাফটস্, ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হ্যান্ডলুম অথবা উপযুক্ত রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত কারিগর/তাঁতির আইডি কার্ড ধারক **(২)** ট্রাইবাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ্ ইন্ডিয়া লিমিটেড (টিআরআইএফইডি)/ ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএইচডিসি)/খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশন (কেভিআইসি) ইত্যাদির সাথে তালিকাভুক্ত/নথিভুক্ত ব্যক্তিবিশেষ কারিগর/তাঁতি/ক্রাফটস্‌মেন। **(৩)** পিএমইজিপি (প্রাইম মিনিস্টার'স এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম)–এর সাথে নথিভুক্ত সেলফ্ হেল্প গ্রুপস। **(৪)** সমাজের প্রান্তিক অথবা দুর্বল শ্রেণী। **আবেদন জমাঃ ০৭.১১.২০২২** তারিখ দুপুর ৩টের মধ্যে। **নির্দিষ্ট স্টেশনের তালিকাঃ** শিয়ালদহ (২টি স্টল), কলকাতা, নৈহাটি জং., বহরমপুর কোর্ট, বারাসাত জং., ব্যারাকপুর, বিধাননগর রোড, চাকদহ, দমদম জং., কৃষ্ণনগর সিটি জং., ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, ডায়মন্ড হারবার, হোটর, ধামুয়া, সংগ্রামপুর, নুঙ্গী, ফুলিয়া, শান্তিপুর, কল্যানী, কাঁচরাপাড়া, বনগাঁ জং.। নথিপত্রের (উপরোক্ত যোগ্যতামানে উল্লিখিত) ফটোকপি সহ সংস্থার লেটারহেডে অথবা সাদা কাগজে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং ৪৪, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা ৭০০ ০১৪-কে সম্বোধন করে সিল করা খামে আবেদন স্টেশন মাস্টার/স্টেশন ম্যানেজারের অফিসের নির্দিষ্ট স্থানে জমা করতে হবে। একাধিক আবেদন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে **০৭.১১.২০২২ তারিখ বিকেল ৪টের** সময় উপরে উল্লিখিত স্থানে ওপেন লটারি/পাবলিক ড্র অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সহ ইওআই নথিপত্র এবং স্টেশন ও নির্দিষ্ট পণ্যের তালিকা **০২.১১.২০২২ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা** থেকে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে এবং সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ অফিসের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে।
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

দেশ
প্রকাশিত
২ নভেম্বর ২০২২
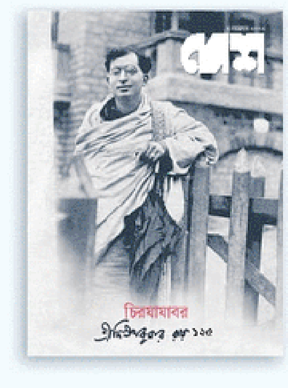

চিরযাযাবর
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায় স্বনামখ্যাত এক প্রতিভা। বর্ণময় তাঁর জীবন ও সৃষ্টি। তাঁর একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষ স্মরণে লিখছেন দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পীতম সেনগুপ্ত এবং শুভাশিস চক্রবর্তী
প্রবন্ধ
স্তেফান মালার্মে: সাদা পাতার প্রতিরোধ
তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী
মন্তব্য
ঋষির ব্রিটেন • সুমিত মিত্র
কংগ্রেস: নতুন পরিচালকের হাতে • অগ্নি রায়
অসৎ শিক্ষক, অসৎ আবহ • তিলোত্তমা মজুমদার
গ্রন্থলোক
আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপেশ চক্রবর্তীর কথোপকথন-গ্রন্থ আলোচনায় গৌতম ভদ্র
শেষকথা
দ্বিগুণ জ্বলে যেন দ্বিগুণ
যুধাজিৎ দাশগুপ্ত
কবিতা
যশোধরা রায়চৌধুরী • মেঘ বসু • হিন্দোল ভট্টাচার্য
দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় • দেবাশিস দাস • প্রসূন ধর
প্রবীর পোদ্দার
গল্প
সোমা কুশারী বন্দ্যোপাধ্যায় • হিমাংশু দে • তাপস ভট্টাচার্য
সঙ্গে নিয়মিত বিভাগ
পত্রিকা পেতে কোনও রকম অসুবিধে হলে অনুগ্রহ করে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন:
হোয়াটসঅ্যাপ: ৭৬০৩০৮৬৩৭২ ফোন: ০৩৩-২২১২৯৮৪০
(সকাল ১০:০০ থেকে বিকেল ৬:০০, সোম-শনি)
/deshmagz www.desh.co.in www.subscriptions.abp.in

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.
ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
সিআইএন: U67100TZ2014PTC020363
রেজিঃ অফিস: ৯, এম.পি. নগর, 1st স্ট্রিট, কোঙ্গু নগর এক্সটেঃ, তিরুপুর – ৬৪১৬০৭
কর্পোরেট অফিস: সি-৫১৫, কনকিয়া জিলিয়ন, এল.বি.এস. রোড ও সি.এস.টি. রোড-এর জংশন, বি.কে.সি. অ্যানেক্স, কুরলা (ওয়েস্ট), মুম্বই – ৪০০ ০৭০, ইমেল: s.banerjee@omkaraarc.com, মোঃ ৭৫৫৮৩৯২৭৩৬

ই-অকশন সেল নোটিস
তারিখ: ২২.১১.২০২২
সময়: বেলা ১১.০০টা - দুপুর ১২.০০টা

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৯(১) সহ রুল ৮(৬), ৬(২)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর ও অস্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়ের নিমিত্ত ই-অকশন সেল নোটিস
জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) ও গ্যারান্টর(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট রেহানবদ্ধ/চার্জযুক্ত অত্র নিম্নে বর্ণিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দেনা ব্যাঙ্ক (এক্ষণে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা-এর সহিত একত্রিত)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দখল লওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও, ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাঃ লিঃ (ওএআরপিএল) (ওমকারা পিএস ১৫/২০১৮-১৯ ট্রাস্ট-এর ট্রাস্টি হিসাবে উহার ক্যাপাসিটিতে কার্যরত) কর্তৃক দেনা ব্যাঙ্ক (এক্ষণে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা-এর সহিত একত্রিত) (অ্যাসাইনর ব্যাঙ্ক)-এর নিকট হইতে ১৫.১১.২০১৮ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট সূত্রে নিম্নবর্ণিত অ্যাকাউন্টের সমগ্র বকেয়া ঋণ সেইসঙ্গে অ্যাসাইনর ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অন্তর্নিহিত সিকিউরিটি অধিগ্রহণ করিয়াছে। তদনুসারে, ওএআরপিএল সিকিউরিটি বলবৎ করার জন্য ও বকেয়া ঋণ উশুলের নিমিত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া অ্যাসাইনর ব্যাঙ্কের ভূমিকা পালন করিবে। ওএআরপিএল-এর অনুমোদিত অফিসার অ্যাসাইনরের নিকট হইতে নিম্নবর্ণিত জামিনযুক্ত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল লইয়াছেন। ওএআরপিএল-এর অনুমোদিত অফিসার এতদ্বারা বকেয়া উশুলের জন্য নিম্নবর্ণিত জামিনযুক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে আগ্রহী এবং সেই কারণে জামিনযুক্ত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য সিল-করা খামে টেন্ডার/ডাক আহ্বান করিতেছেন। নিম্নবর্ণিত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে জামিনযুক্ত পাওনাদার হিসাবে ওএআরপিএল-এর নিকট বকেয়া বাবদ সংশ্লিষ্ট কলামে প্রদর্শিতমতো অর্থ উশুলের নিমিত্ত সারফেইসি অ্যাক্টের ১৩(২) এবং ১৩(৪) ধারার বিধানাবলির অধীনে ন্যস্ত অধিকার ও ক্ষমতাবলে সম্পত্তি "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যাহা কিছু আছে" এবং "যেখানে যেরূপ প্রকার আছে" এবং "কোনও রিকোর্স নাই" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমা সংশ্লিষ্ট কলামে উল্লেখিত আছে।

ক্রঃ নং	ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা	সারফেইসি অ্যাক্টের ১৩(২) ও ১৩(৪) ধারা অধীনে ডিমান্ড নোটিসের তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	সম্পত্তির ধরন	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	বায়না জমা (টাকায়)	পরিদর্শনের তারিখ/সময়
লট ১	ওয়াইকোজেড জিপ ফাসেনার্স প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা) শ্রী সুদীপ মুখার্জি (গ্যারান্টর) শ্রীমতী মৌসুমী মুখার্জি (গ্যারান্টর) শ্রী মোকন ঘোষ (গ্যারান্টর) শ্রী অনিমেষ সরকার (গ্যারান্টর) জয়প স্টোন প্রাঃ লিঃ (কর্পোরেট গ্যারান্টর)	৩০.১১.২০১৪ তারিখযুক্ত ইস্যু করা ১৩(২) নোটিস ০৫.০৪.২০১৭ তারিখযুক্ত ইস্যু করা ১৩(৪) নোটিস	নিম্নোক্তের ইকুইটেবল মর্টগেজ: ফ্যাক্টরি জমি ও বিল্ডিং অবস্থান মৌজা রুইয়া, জে.এল নং ২০, তৌজি নং ১৭২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৫১ – নিম্নোক্তের অধীন আরএস খতিয়ান নং ৪৯০ এলআর খতিয়ান নং ৬৬৫ খানা খড়দা, উত্তর ২৪ পঃ, আয়তন এরিয়া ২৩ কাঠা ১০ ছটাক, মেঃ ওয়াইকোজেড জিপ ফাসেনার্স প্রাঃ লিঃ-এর নামে তৎসহ ২০০৬-এর দলিল নং I-০৪৫৫৩ তারিখ ০৮.০৯.২০০৬। নিম্নোক্তের ইকুইটেবল মর্টগেজ: জমি ও বিল্ডিং অবস্থান দাগ নং ৫৫৭ ও ৫৫৩, আরএস খতিয়ান নং ১১৬ (পেশ মঞ্জুরি অনুসারে উহা ১০৬) জে এল নং ২০, মৌজা রুইয়া, আয়তন এরিয়া ৩৩.৩২ কাঠা (দাগ নং ৫৫৭:৩৬ শতক এবং দাগ নং ৫৫৩:১৯ শতক), মেঃ ওয়াইকোজেড জিপ ফাসেনার্স প্রাঃ লিঃ-এর নামে, রুইয়া-পাতুলিয়া, খড়দা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ২০১১-এর দলিল নং I-০৬৬৭৬ তারিখ ২৮.০৬.২০১১। গুগল লোকেশন – ২২°৪৫'০৯.১"এন ৮৮°২৩'৩৩.৩"ই	ফ্যাক্টরি জমি ও বিল্ডিং	৩,৫০,১০,০০০	৩৫,০০,০১০	১৫.১১.২০২২ দুপুর ১২.০০টা হইতে বেলা ১.০০টা
লট ২			উপরোক্ত প্ল্যান্ট ও মেশিনারি	প্ল্যান্ট ও মেশিনারি	১,৫০,০০,০০০	১৫,০০,০০০	
			মোট		৫,০০,১০,০০০	৫০,০০,০১০	

অকশনের শর্তাবলি:
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য http://omkaraarc.com/auction.php এবং/বা https://www.bankeauctions.com/-তে ব্যবস্থিত লিঙ্ক দেখুন।
অকশন ওএআরপিএল-এর মাধ্যমে অনলাইনে পরিচালিত হইবে। ডাক (অনলাইন এবং হার্ড কপি যে) তৎসহ বায়না জমা (ডিডি/পে অর্ডারের রূপে বা এনইএফটি/আরটিজিএস-এর মাধ্যমে হস্তার্পণ) দাখিলের শেষ তারিখ ২১.১১.২০২২ সন্ধ্যা ৬.০০টার মধ্যে। যেসব আগ্রহী ডাকদাতারা বায়না জমা দিয়েছেন এবং যাদের লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সৃষ্টি, ডেটা আপলোডিং, ডাক দাখিল, ই-ডাক প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে সহায়তা প্রয়োজন, তাহারা নিম্নোক্তের সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন: ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার "মেঃ সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ", হেল্পলাইন: +৯১-৭২৯১৯৮১১২৪/২৫/২৬, হেল্পলাইন ই-মেল আইডি: support@bankeauctions.com, শ্রী হরেশ গৌড়া, মোবাইল: ৯৫৯৪৫ ৯৭৫৫৫, ই-মেল- hareesh.gowda@c1india.com এবং সম্পত্তি কিংবা কোনও খোঁজখবরের জন্য যোগাযোগ করুন: অনুমোদিত অফিসার, শ্রী শুভদীপ ব্যানার্জি, মোবাইল: +৯১ ৭৫৫৮৩৯২৭৩৬, মেল: s.banerjee@omkaraarc.com। অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য মতে ওয়াইকোজেড জিপ ফাসেনার্স সম্পর্কে ইপিএফও নোটিস তারিখ ১৮.০৩.২০১৯ অনুসারে বকেয়া ইপিএফও-এর পরিমাণ টাঃ ১৫,৯৯,৩৪৭/-।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ			
বায়না জমা পেমেন্ট	ডাক দাখিল	ই-অকশনের তারিখ ও সময়	ন্যূনতম ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
২১.১১.২০২২ সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত	২১.১১.২০২২ সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত	২২.১১.২০২২ বেলা ১১.০০টা হইতে দুপুর ১২.০০টা	টাঃ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা)

স্ট্যাটুটরি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৯(১) সহ রুল ৮(৬), ৬(২) অধীনে বিক্রয়ের নিমিত্ত সংবিধিবদ্ধ নোটিস
এই নোটিস দ্বারা ও ব্যয় সহ অত্র উপরে বর্ণিতমতো বকেয়া অর্থ আদায়ক্রমে আদায়ে চাহিলে পরিসম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য পরামর্শ সহ উপরে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রয়/নিলাম অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাহাদের অবগত করিয়া সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধানাবলি এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২-এর ৯(১) সহ রুল ৮(৬), ৬(২) অধীন ঋণগ্রহীতাদের প্রতি ১৫ (পনেরো) দিনের একটি বাধ্যতামূলক নোটিসও। পেমেন্ট দিতে অপারগ হওয়ার ক্ষেত্রে এই সম্পত্তি অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত পাওনাদারের ইচ্ছানুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২-এর রুল ৮(৫) অধীন নির্ধারিতমতো যে কোনও পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হইবে।

তারিখ: ০১.১১.২০২২
স্থান: মুম্বই
স্বাঃ/-
অনুমোদিত অফিসার, ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাঃ লিঃ
(ওমকারা পিএস ১৫/২০১৮-১৯ ট্রাস্ট-এর ট্রাস্টি হিসাবে উহার ক্যাপাসিটিতে কার্যরত)